ভাববাদী চরিত্র

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

ভাববাদী চরিত্র

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

ভাববাদী চরিত্র

প্রথম সংস্করণ। 4 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

কেয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র সবচেয়ে ভারী হবে বলে তা গ্রহণ করা সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। এটি জামি আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিশ্চিত করেছেন যে , মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য প্রেরণ করেছেন । ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ২৭৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসংখ্য গুণাবলী ও অনুগ্রহে বরকত দান করেছেন যা মহান আল্লাহ সরাসরি পরিপূরক করেছেন। তাঁর মহৎ চরিত্র ছিল। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

" এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

একটি হাদিস যা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়, সুনানে আবু দাউদ, 1342 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন। এর অর্থ হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সমস্ত ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন এবং এতে বর্ণিত সমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্য পরিহার করেছেন। কোন ভাল গুণ ছিল না কিন্তু তিনি এটির উপর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উপায়ে কাজ করেছিলেন এবং এমন কোন খারাপ বৈশিষ্ট্য নেই যা তিনি একেবারে এড়িয়ে যাননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের সকল আদেশ পালন করেছেন এবং এর সকল নিষেধাজ্ঞা পরিহার করেছেন।

তাই এই বইটি সরাসরি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করবে, যাতে মুসলমানরা সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হতে পারে কারণ সেগুলো না জেনে তাঁর মহৎ চরিত্র গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ভাববাদী চরিত্র

শামাইল ই তিরমিযী, 215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা চিন্তিত ছিলেন কারণ তিনি আখেরাত এবং তাঁর অনুসারীদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তা করতেন। তিনি সবসময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এ কারণে তাকে কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মনে হয়নি। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে এবং ধীরে ধীরে কথা বলতেন যাতে তাকে সহজেই বোঝা যায়। তিনি সংক্ষিপ্ত অর্থের কথা বলেছেন, তার কয়েকটি শব্দে জ্ঞানের সাগরের মূল্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল মহান আল্লাহ তাকে যে অলৌকিক দান করেছিলেন তার মধ্যে একটি। সহীহ মুসলিম, 1167 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বল্পমেজাজ ছিলেন না এবং তিনি অন্যদের অপমান বা অসম্মান করেননি। তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর সমস্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতেন, যদিও সেগুলি ছোট দেখায়। তিনি কখনই খাবারের সমালোচনা করেননি। পার্থিব বিষয় নিয়ে তিনি কখনো রাগান্বিত হননি। কিন্তু মহান আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন কিন্তু তারপরও তিনি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি ছিল একটি হাসি।

শামাইল ই তিরমিযী, 227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে , মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত করেছেন যে তিনি কখনও কখনও রসিকতা করতেন কিন্তু সর্বদা সত্য কথা বলতেন। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে ছোট মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যেটিকে সাদা মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু এটা সত্য না। সকল মিথ্যাকে পরিহার করতে হবে কারণ পবিত্র কুরআন মিথ্যাবাদীদের অভিশাপ দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 61:

"...এবং [আমাদের মধ্যে] মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ দাও।"

প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিকতা করার সময় মিথ্যা বলার জন্য তিনটি অভিশাপ ঘোষণা করেছেন। ঠাট্টা করার সময় মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে এমনটা হলে অন্যকে ধোঁকা দিতে গিয়ে মিথ্যা বলার পরিণতি কি কল্পনা করা যায়? যে ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলে না তাকে জান্নাতের মাঝখানে একটি দুর্গের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ চরিত্রের একটি অংশ ছিল মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তাঁর উদ্যোগ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 7124 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) রাতে এত ব্যাপকভাবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনা করতেন যে তাঁর পা ফুলে উঠত। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সহজভাবে উত্তর দেন যে তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চান। যদিও, মুসলমানদের কাছ থেকে এই জাতীয় উত্সাহী ইবাদত আশা করা যায় না, সর্বোপরি, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রমাণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা উচিত। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে শারীরিক শক্তির মতো প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান বিনয় খুবই পরিচিত। এটি সত্যিকারের দাসত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এর বিপরীত অর্থ, অহংকার, একজনের জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে, যদিও তাদের কাছে এটির একটি অণু পরিমাণও মূল্য থাকে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় জীবন জুড়ে নম্রতা প্রদর্শন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, শামাইল ই তিরমিযী, 315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন তা নির্বিশেষে তারা দরিদ্র হোক বা না হোক। তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেছিলেন এবং সকলের বিশেষ করে, দরিদ্রদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস জুড়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা গর্বিত ব্যক্তিদের দ্বারা অবজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম মুসলমানদেরকে এই দায়িত্বগুলো পালন করতে শেখায় এবং অন্যদেরকে তারা জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 2374 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শামাইল ই তিরমিযী, 319 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিস মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নম্রতা এবং সরলতাকে তুলে ধরে। সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে সরলতা ঈমানের একটি অংশ মনে রাখা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন বাড়িতে ছিলেন তখন তিনি তাঁর সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমটি মহান আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত ছিল। দ্বিতীয়টি তার পরিবারের সদস্যদের অধিকার পূরণে নিবেদিত ছিল। এবং চূড়ান্ত অংশটি ছিল নিজের জন্য অর্থ, বিশ্রামের জন্য। এই শেষ অংশটি তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং এর অর্ধেক সাধারণ জনগণ এবং তাদের প্রয়োজনে উৎসর্গ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মানুষের চাহিদা পূরণ করতেন যদিও তা নিজেকে কষ্ট দেয়। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে তাদের জ্ঞানের স্তর অনুসারে কথা বলতেন এবং কেবল এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন যা মানুষের উপকারে আসে। যখনই মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সমবেত হতো, তখনই কেবল উপকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো এবং সবাই অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে

যেত। লোকেরা সর্বদা তাঁর মজলিস থেকে নতুন কিছু শিখে চলে যেত যা তাদের উপকৃত হত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এমন কথাই উচ্চারণ করতেন যা দরকারী ও প্রয়োজনীয় এবং অনর্থক ও অর্থহীন কথাবার্তা অপছন্দ করতেন। যে কেউ তাকে দেখতে এসেছে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে এবং স্বাগত জানিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং সর্বদা অন্যের কোন প্রকার ক্ষতি এড়িয়ে চলতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা অন্যদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট থাকতেন। ভালো কাজের প্রশংসা করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। তিনি খারাপ জিনিসের নেতিবাচক প্রভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং সেগুলো দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মানবজাতির জন্য একটি নিখুঁত উদাহরণ স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত আচরণ এবং অলসতা পরিহার করে মধ্যম পথ অনুসরণ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি অন্যের মঙ্গল কামনা করেছিলেন এবং তাদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর কথোপকথন ও সমাবেশ শুরু ও শেষ করতেন। তিনি যখন একটি সমাবেশে যোগ দিতেন যেখানে জায়গা ছিল সেখানে তিনি বসে থাকতেন এবং অন্যদের অসুবিধার কারণ হতেন না। কিন্তু তিনি যেখানেই বসতেন সেটাই হয়ে ওঠে সমাবেশের প্রধান ও কেন্দ্রবিন্দু। তিনি সবসময় যাদের সাথে দেখা করতেন এবং বসতেন তাদের অধিকার পূরণ করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তি বিশ্বাস করত যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তখনই কথোপকথন ছেড়ে দিতেন যখন অন্য ব্যক্তির অনুরোধ তাদের সন্তুষ্টির জন্য পূর্ণ হতো। তিনি সবসময় অন্যের চাহিদা পূরণ করতেন। তিনি সর্বদা মানুষের সাথে প্রফুল্লতার সাথে আচরণ করতেন। তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান ছিল যতদূর তাদের অধিকারের অর্থ ছিল, তিনি পার্থিব কারণে কাউকে কাউকে অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দেননি। তাঁর সমাবেশ ছিল উপকারী জ্ঞান, বিনয়, ধৈর্য ও সত্যবাদিতা নিয়ে। সকলকে সম্মানিত করা হয়েছিল এবং এই সমাবেশে কেউ বিব্রত হয়নি। তিনি অন্যের দোষ ঢাকতেন এবং সরাসরি মানুষের নাম না করে ভুলগুলো তুলে ধরেন। একজনকে কেবলমাত্র

তার মজলিসে আরও বেশি পুণ্য থাকতে দেখা যেত যদি তারা অন্যদের চেয়ে মহান আল্লাহকে ভয় করত। তরুণরা তার দ্বারা করুণা এবং ভালবাসা দেখানো হয়েছিল। দরিদ্রদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা হতো এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা হতো। অপরিচিত এবং ভ্রমণকারীদের সর্বদা তার যত্ন নেওয়া হত।

জামে আত তিরমিযী, 2015 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উপদেশ দেয় যে, সাহাবী, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ বছর ধরে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন এবং এই সময়ে মহানবী সা. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি তাকে নির্ধারিত কোনো কাজ করতে ব্যর্থ হলে তার প্রতি কখনো রাগ করেননি।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী এবং মুমিনদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না বা করেননি। তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন বা উচ্চস্বরে কথা বলেননি। যখনই তিনি অন্যদের দ্বারা অসন্তুষ্ট হতেন তিনি প্রতিশোধ নেননি বরং তিনি ক্ষমা করতেন এবং উপেক্ষা করতেন। শামাইল ই তিরমিযী, 330 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে ।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন নারী, শিশু বা পুরুষ বেসামরিক ব্যক্তিকে আঘাত করেননি। তিনি শুধুমাত্র পুরুষ সৈন্যদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিমের 6050 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শামাইল ই তিরমিযী, 334 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিস মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু বরকতময় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। তিনি সবসময় মানুষের সাথে হাসিখুশি এবং সহজ আচরণ করতেন। তিনি প্রায়ই হাসতেন। তিনি খুব নরম স্বভাবের ছিলেন। তিনি কখনই অন্যদের সাথে রূঢ় কথা বলতেন না বা তিনি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি কখনো অশ্লীল বা অসম্মানজনক শব্দ উচ্চারণ করেননি। তিনি কখনো অন্যের দোষ খুঁজতেন না। তিনি কখনোই কোনো বিষয়ের সমালোচনা করেননি বা কোনো বিষয়ে প্রশংসা করেননি। তিনি কদাচিৎ কৌতুক করেন কিন্তু কখনোই সীমা অতিক্রম করেননি। তিনি কৃপণ ছিলেন না। যদি তিনি কারও ইচ্ছার সাথে একমত না হন তবে তিনি তাদের কাছে আরও ভাল পছন্দ ব্যাখ্যা করার সময় তাদের হতাশ করেননি। তিনি তিনটি জিনিস থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতেন: অন্যের সাথে তর্ক করা, অহংকার এবং অনর্থক কথাবার্তা। তিনি অন্যদের অসম্মান বা অপমান করেননি বা অন্যের দোষ অনুসন্ধান করেননি এবং কেবল উপকারী বিষয়ের কথা বলতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের অপব্যবহার ও কঠোরতার মুখে সর্বদা ধৈর্য্যশীল ছিলেন। লোকেদের কথা বলার সময় তিনি বাধা দেননি।

শামাইল ই তিরমিযী, 335 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরম উদার প্রকৃতির উল্লেখ রয়েছে। যখনই কেউ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপকারী কিছু চেয়েছিল, তিনি কখনই তা অস্বীকার করেননি।

শামাইল ই তিরমিযী, 337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে , তিনি পরের দিনের জন্য নিজের জন্য কোন বিধান সঞ্চয় করতেন না কারণ তিনি সর্বদা তা দান করেন।

তাঁর উদারতা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে অন্যকে দেওয়ার মতো কিছু না থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসাকারীকে স্থানীয় বাজার থেকে কিছু নেওয়ার পরামর্শ দিতেন এবং বণিককে বলতেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে জিনিসটির মূল্য পরিশোধ করবেন। . শামাইল ই তিরমিযী, ৩৩৮ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সর্বদা অন্যদের তাদের দয়া এবং উপহারের জন্য শোধ করেছেন। শামাইল ই তিরমিযী, 339 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস উল্লেখ করে যে একবার মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উপহার হিসেবে একটি ফলমূল দেওয়া হয়েছিল। জবাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে এক মুঠো গহনা দিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর চেয়ে আর কেউ ভয় পায়নি। তিনি এমন অসুবিধার শিকার হন যে ত্রিশ দিন ধরে তিনি মাত্র কয়েক টুকরো খাবার পেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, মাস অতিবাহিত হয় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে কিছুই রান্না করা হত না। তিনি এবং তার পরিবার পানি এবং খেজুরের ফলে নিজেদের টিকিয়ে রাখতেন। এটি সহীহ বুখারী, 2567 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে কেউ খাওয়া উচিত নয়। তবে

মুসলমানদের প্রথমে তাদের কাছে যা আছে তা উপলব্ধি করা উচিত। দ্বিতীয়ত, তারা যেন বাড়াবাড়ি, অপচয় ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে ইসলামের সীমার মধ্যে বস্তুজগত উপভোগ করে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe